বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
বিএসসি ভবন সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।

নং-২৮.০৩.০০০০.০০৮.২৬.০০৫.০৭.৪০৩ তারিখঃ ২৮/১১/২০১৭

বিষয়ঃ বিপিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা- ২০১৭"।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে গত ০৭/১১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থার ৮৯৮ তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে বিষয়োল্লিখিত নীতিমালাটি এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অনুসরণের জন্য জারী করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালাটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

(কাজী মোহাম্মদ হাসান)
সচিব
ফোনঃ ০৩১-৭১৬৪১৩।

বিতরণ:

১। উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক
(বা: ও অপা:/ব: ও বি:/নিরীক্ষা/পরি: ও উন্ন:/অর্থ/হিসাব), বিপিসি।
২। উপ-মহাব্যবস্থাপক (সা:ক:শা:), বিপিসি।
৩। ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বিপিসি।
৪। উপ-ব্যবস্থাপক (বোর্ড/সংস্থাপন), বিপিসি।

অনুলিপি :

১। পরিচালক (অপা: ও পরি:/অর্থ/বিপণন), বিপিসি।
২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিপিসি।
৩। সংশ্লিষ্ট নথি/মাষ্টার ফাইল।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম।

বিপিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা-২০১৭।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা মুল্যায়নের লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এই নীতিমালা ''বিপিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা-২০১৭''- নামে অভিহিত হবে। এ সংক্রান্ত গত ০৭/০৮/২০১১ তারিখে জারীকৃত পরিপত্রটি বাতিলপূর্বক এ নীতিমালা জারী করা হলো ।

নিয়োগ সম্পর্কিত

১। নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মেধার ক্রমানুসারে প্রণীত তালিকার ভিত্তিতে সরকারি নির্দেশানুযায়ী কোটা পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নিয়োগ প্রদান করা হবে। এ নিয়োগ শূন্যপদের বিপরীতে হবে। যে কোন পদের বিপরীতে প্রণীত অপেক্ষাধীন তালিকার কার্যকারিতার মেয়াদ নিয়োগ কমিটির সুপারিশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বহাল থাকবে।

২। বিপিসি'র জারীকৃত অফিস আদেশ নং- বিপিসি/প্রশাসন/০৬.৩৯(ক)/২০১, তারিখ : ০২/০৬/২০১১ মোতাবেক গঠিত সুপিরিয়র সিলেকশন কমিটি, সিনিয়র সিলেকশন কমিটি ও জুনিয়র সিলেকশন কমিটি নিয়োগের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে।

৩। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী ১:২ অনুপাতে অর্থাৎ ১টি পদের জন্য ২ জন যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে পুন:নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।

৪। কর্মকর্তা পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী মুল্যায়ন পদ্ধতি:

ক) পূর্ণমান : ১০০ নম্বর

খ) সার্বিক বিবেচনায় উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম মান : ৫০ নম্বর

গ) নম্বর বন্টন পদ্ধতি :

০১)	লিখিত পরীক্ষা	৭৫ নম্বর
০২)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৫ নম্বর
০৩)	মৌখিক পরীক্ষার নম্বর	১০ নম্বর
	মোট=	১০০ নম্বর

নোটঃ লিখিত পরীক্ষা ৭৫ নম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ৫০% নম্বর পেতে হবে।

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর বন্টন পদ্ধতি :

১) সাধারণ পদ :

পরীক্ষার নাম	বিভাগ/শ্রেণি		
	১ম	২য়	৩য়
এস.এস.সি বা সমমান	৩	২	১
এইচ.এস.সি বা সমমান	৩	২	১
স্নাতক (পাস)	৩	২	১
স্নাতক (অনার্স)	৪	৩	২
স্নাতকোত্তর	৫	৩	২

২) কারিগরী বিষয়ক পদ:

ক) বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিবিএস ডিগ্রীধারী:

পরীক্ষার নাম	বিভাগ/শ্রেণি		
	১ম	২য়	৩য়
এস.এস.সি বা সমমান	৩	২	১
এইচ.এস.সি বা সমমান	৪	৩	২
বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/এমবিবিএস ডিগ্রী/ AMIE ও সমতুল্য ডিগ্রী	৮	৬	৪

খ) ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের পদের জন্য):

পরীক্ষার নাম	বিভাগ/শ্রেণি		
	১ম	২য়	৩য়
এস.এস.সি বা সমমান	৬	৪	২
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং	৯	৭	৪

নোট-১ : শিক্ষাগত যোগ্যতায় নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত জিপিএর সাথে সনাতন পদ্ধতির বিভাগ/শ্রেণি এর সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক নং- শিম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/৫৮২, তারিখ: ০২/৬/২০০৯ ও শিম/শাঃ১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪, তারিখ ০২/৩/২০১০ মূলে দুইটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত গ্রেড/শ্রেণির তুল্যমান অনুযায়ী সিলেকশন কমিটি নম্বর গণনা করবে। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা পালন করতে হবে।

নোট-২ : বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অর্জিত ডিগ্রীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) হতে ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতে নম্বর গণনা করা হবে।

৬। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বন্টন : পরীক্ষার্থীর আচার-আচরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান বিবেচনা করে কমিটি মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ১০ (দশ) নম্বর এর মধ্যে প্রার্থীকে মূল্যায়ন করবেন।

৭। সংস্থার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়োগ সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুসরণ করতে হবে।

পদোন্নতি সম্পর্কিত

১। বিপিসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক জারীকৃত অফিস আদেশ নং-বিপিসি/প্রশাসন/০৬.৩৯(ক)/২০১, তারিখ : ০২/০৬/২০১১ অনুযায়ী গঠিত সুপিরিয়র সিলেকশন কমিটি, সিনিয়র সিলেকশন কমিটি এবং জুনিয়র সিলেকশন কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

২। পদোন্নতির যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চাকুরী প্রবিধানমালা মোতাবেক আবশ্যকীয় বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ও নির্ধারিত যোগ্যতা বিবেচনা করতে হবে। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠনের মাধ্যমে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক মামলা চালু থাকা অবস্থায় কেউ পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির পুর্ণমান ১০০ নম্বর এর মধ্যে কোয়ালিফাইং নম্বরের বিভাজন নিম্নরূপ হবে:

নং	পদের নাম	কোয়ালিফাইং নম্বর
১)	উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সমমানের পদে পদোন্নতির জন্য	৮৫ নম্বর
২)	মহাব্যবস্থাপক ও সমমানের পদোন্নতির জন্য	৮০ নম্বর
৩)	উপ-ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং সমমানের পদে পদোন্নতির জন্য	৭৫ নম্বর
৪)	কনিষ্ঠ কর্মকর্তা, সহকারী ব্যবস্থাপক ও সমমানের পদে পদোন্নতির জন্য	৭০ নম্বর
৫)	অন্যান্য সকল স্তরের কর্মচারীদের পদে পদোন্নতির জন্য	৬৫ নম্বর

৪। নম্বর বন্টন পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে :

ক) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) : ৫০ নম্বর
(এসিআর-এ প্রাপ্ত নম্বরের ৫০%)
খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত জ্ঞান : ৩০ নম্বর
গ) অভিজ্ঞতা, বিভাগীয় শৃঙ্খলা ও সার্ভিস রেকর্ড : ২০ নম্বর

৪.১। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন : পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিপিসি'র প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত বিগত সময়ের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের প্রাপ্ত নম্বরের গড় বিবেচনা করতে হবে।

৪.২। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত জ্ঞান : কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্র অনুযায়ী ৪(খ) এর বিপরীতে সিলেকশন কমিটি নম্বর বন্টন করবে। নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত জ্ঞান বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পেশাগত জ্ঞানকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কোন পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত আছে, নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যন্তই নম্বর বন্টনের জন্য বিবেচিত হবে। নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার বেশি যোগ্যতা থাকলেও তা পদোন্নতির ক্ষেত্রে নম্বর প্রদানের সময় বিবেচনায় নেয়া যাবে না। পেশাগত জ্ঞান সংক্রান্ত নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কর্মকালকে বিবেচনায় না রেখে কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৪.৩। <u>অভিজ্ঞতা, বিভাগীয় শৃঙ্খলা ও সার্ভিস রেকর্ড</u> : কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্র অনুযায়ী ৪(গ) এর বিপরীতে সিলেকশন কমিটি কর্তৃক নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা, সার্ভিস রেকর্ড, বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে কোন বিরূপ মন্তব্য (যদি থাকে) ও সার্বিক কর্মকান্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে।

৫। কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে মূল্যায়নের বিভিন্ন বিষয়ে নম্বরের পরিবর্তে গ্রেডিং করা আছে। কর্মচারীদের প্রাপ্ত গ্রেডিং এবং অনুবেদনকারী কর্মকর্তার সামগ্রিক মূল্যায়ন ও মন্তব্যের ভিত্তিতে সিলেকশন কমিটি বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের জন্য নম্বর প্রদান করবে।

৬। কোয়ালিফায়িং নম্বর প্রাপ্তদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি বিবেচনা করতে হবে।

৭। পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত এ মানদন্ড ও নীতিমালা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৮। ইতিপূর্বে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রচলিত মানদন্ড ও নীতিমালা বিষয়ে বিপিসি কর্তৃক জারীকৃত সকল আদেশ/পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ নীতিমালা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

৯। সংস্থার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে নীতিমালার পাশাপাশি পদোন্নতি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি পদ্ধতি বা বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।

১০। গত ০৭/১১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিপিসি পরিচালনা বোর্ডের ৮৯৮তম সভার অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির এ নীতিমালা জারী করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(কাজী মোহাম্মদ হাসান)
সচিব
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।